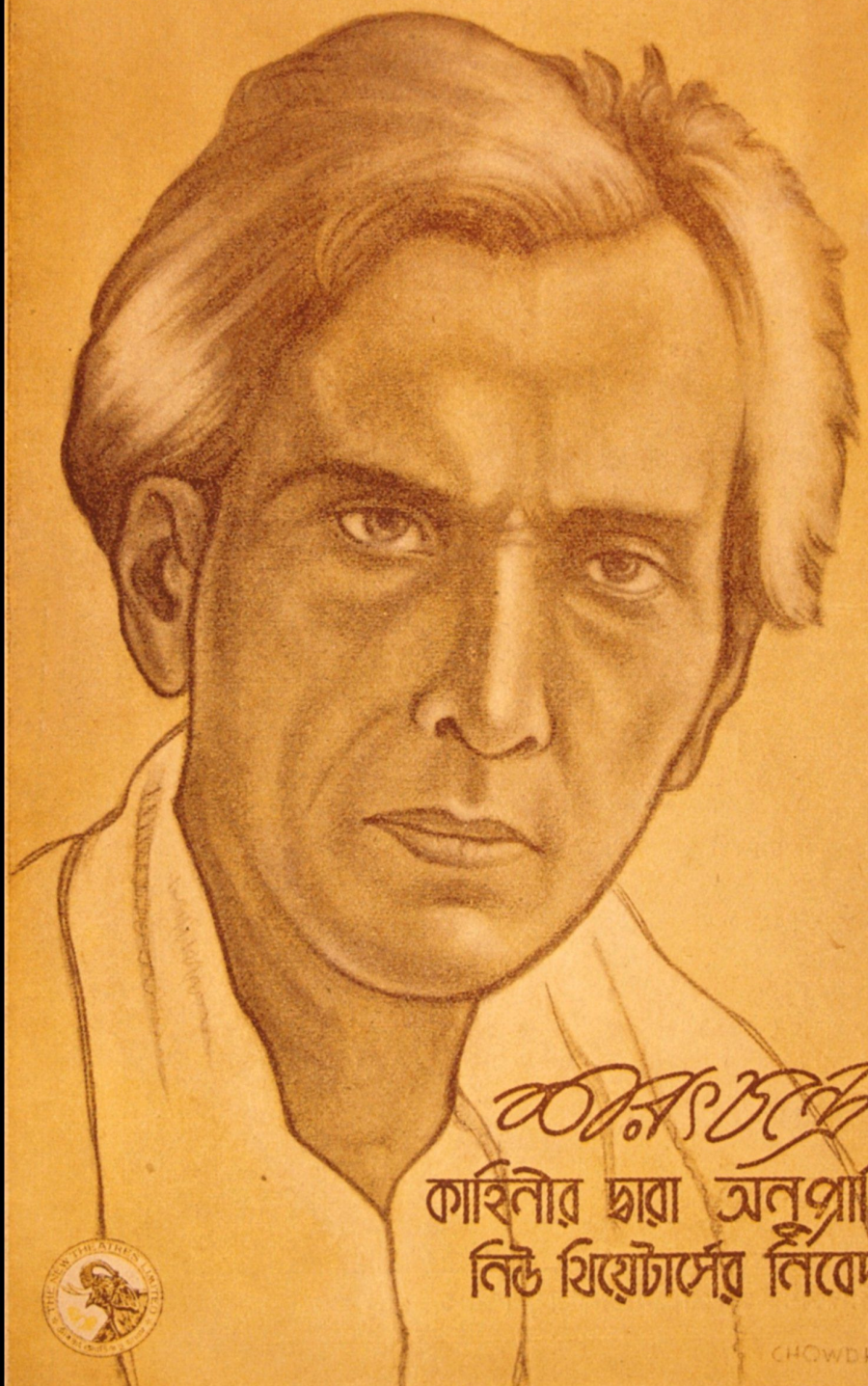

কাশীনাথ
কাহিনীর ছায়া অনুপ্রাণিত
নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন
THE NEW THEATRES LIMITED
CHOWDHURY STUD

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত
নিউ থিয়েটার্সের নব-নিবেদন

# ● কাশীনাথ ●

পরিচালনা, চিত্র-নাট্য ও আলোক-চিত্র : **নীতীন বসু**

| | | |
|---|---|---|
| শব্দানুলেখনে | ... | মুকুল বসু |
| সংগীত পরিচালনায় | ... | পঙ্কজ মল্লিক |
| শিল্প-নির্দেশনায় | ... | সৌরেন সেন |
| চিত্র-পরিস্ফুটনে | ... | পঞ্চানন নন্দন |
| চিত্র-সম্পাদনায় | ... | সুবোধ মিত্র |
| সংগীত-রচনায় | ... | প্রণব রায় |
| সংলাপ-রচনায় | ... | নৃপেন চট্টোপাধ্যায় |
| বাবস্থাপনায় | ... | অমর মল্লিক |
| দৃশ্যপটাদি গঠনে | ... | পুলিন ঘোষ |
| ইউনিট্ ব্যবস্থাপনায় | ... | জলু বড়াল |

**সহকারী** :—পরিচালনায় : জওয়াদ হোসেন, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়।
আলোকচিত্রণে : অমূল্য মুখোপাধ্যায়, কেষ্ট হালদার, তারা দত্ত।
শব্দানুলেখনে : সুশীল সরকার। সংগীত-পরিচালনায় : বীরেন বল।
চিত্র-সম্পাদনায় : চারু ঘোষ। স্থির-চিত্র-গ্রহণে : কেষ্ট মুখোপাধ্যায়।
ব্যবস্থাপনায় : অনাথ মৈত্র, বীরেন দাস ও পাণ্ডে।

## ● ভূমিকা-লিপি ●

| | | |
|---|---|---|
| কাশীনাথ | : | অসিত মুখোপাধ্যায় |
| কমলা | : | সুনন্দা দেবী |
| বিন্দু | : | ভারতী দেবী |
| পিতাম্বর চক্রবর্তী | : | উৎপল সেন |
| ম্যানেজার | : | অমর মল্লিক |
| নায়েব | : | শৈলেন চৌধুরী |
| বিনোদ | : | দিলীপ বসু |
| পিসিমা | : | মনোরমা |
| কাশীনাথ ( ছোট ) | : | বুদ্ধদেব |
| কমলা ( ছোট ) | : | লতিকা মল্লিক |
| বিন্দু ( ছোট ) | : | বিজলী |
| ব্রাহ্মণ | : | হরিমোহন বসু |
| কীর্তনীয়া | : | রাধারাণী |
| কবিরাজ | : | নলিনী চ্যাটার্জ্জি |
| ভৃত্য | : | বীরেন দাস |

পরিবেশক : **প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ, কলিকাতা**

# কাহিনী

গ্রামের দরিদ্র পুরোহিত শিরোমণি মহাশয়ের মাতৃহীন একমাত্র সন্তান কাশীনাথকে নিয়ে তাঁর আর ভাবনার অন্ত নেই। দুরন্ত ছেলে, পড়াশোনায় আদৌ মন নেই, তিনি চোখ বুঁজলে ছেলের যে কি হবে, তার কোন সংস্থানই তিনি করে উঠতে পারেন নি···এধারে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে···প্রায়ই তাঁকে শয্যা নিতে হচ্ছে...কবে যে সে-শয্যা শেষ-শয্যা হবে কে জানে!

এমনি অবস্থায় এক দিন তিনি তাঁর জীর্ণ-কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে পুত্র কাশীনাথকে রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছেন···রামায়ণের উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে যদি এতটুকু নৈতিক শিক্ষা ছেলেকে দিয়ে যেতে পারেন···কিন্তু সেদিন তিনি বেশীক্ষণ আর পড়্তে পারলেন না···হঠাৎ ভেতর থেকে তাঁর শরীরটা যেন কেঁপে উঠলো...

তিনি উঠতে পারলেন না···মুখুজ্জে বাড়ীতে নিত্যপূজার ভার তাঁর ওপর··· পূজো না হলে মুখুজ্জে মশাই-এর ছোট্ট মেয়ে বিন্দু জল গ্রহণ করে না। তিনি পূজোর জন্যে কাশীনাথকেই পাঠালেন। কিন্তু যাবার সময় তাকে দিয়ে তিনি শপথ করিয়ে নিলেন, পথে সে যেন কোথাও বিলম্ব না করে···পরের গাছে পাকা ফল মাটিতে পড়ে গেলেও সে যেন তা না ছোঁয়!

কিন্তু পূজোর শেষে কাশীনাথ বিন্দুর কাণে কাণে কি কথা বল্লো···তারপর দেখা গেলো তারা দুজনে পাঠশালার পণ্ডিতের পেয়ারা গাছের তলায় এসেছে। বিন্দু এমন যুক্তি দেখালো যে কাশীনাথ গাছে উঠতে আর বেশী দ্বিধা করলো না···

কিন্তু যেই সে আনমনে একটা পেয়ারা মুখে দিয়ে

কামড়াতে যাবে অমনি তার মনে পড়লো, বাবার কাছে সে শপথ করে এসেছে...কামড়ানো পেয়ারার টুক্‌রোটা সে তক্ষুণি মুখ থেকে ফেলে দিল।

শপথ সে ভাঙ্গে নি...কিন্তু সে-কথা সে তার বাবাকে জানাতে পারলো না···সে যখন বাড়ী ফিরলো, শিরোমণি মশাই তখন সংসার ছেড়ে চলে গেছেন।

এই এক ঘটনা সেই বালকের সমস্ত ভেতরটা এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেল যে সে মূক হয়ে গেল...

সে বুঝলো, তার কেউ নেই...গ্রামের কোন লোকই তাকে চায় না। বিন্দুর বাবা নিজে উদ্যোগী হয়ে কাশীনাথের এক ব্যবস্থা করে দিলেন। শিরোমণি মশাই-এর এক পুরাণো যজমান পাশের গাঁয়েই ছিলেন, পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী, বিরাট জমিদার। দয়াপরবশ হয়ে তিনি কাশীনাথের ভার নিতে রাজী হলেন।

গ্রাম ছেড়ে যেতে কাশীনাথের মনে দুঃখ হয়েছিল ; কিন্তু এ দুঃখ আরো বেশী করে বাজলো বিন্দুর বুকে···কারণ, বিন্দুর বিয়েতে কাশীদা এলো না··· কাশীদাকে সেই দিনই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হোল।

চলে যাবার সময়, বাপের দেওয়া ছেঁড়া রামায়ণখানি বুকে ধরে বালক কাশীনাথ যখন গরুর গাড়ীতে উঠতে যায়···তখন কেবল বিন্দু এসে তার পাশে দাঁড়ায়। যাবার সময় কাশীদা কথা দিয়ে গেল: 'বিন্দু, তুই যদি কোনদিন ডাকিস্, তোর কাশীদা আসবেই'···

তারপর তাদের দুজনের জীবন গেল দু'দিকে।

দরিদ্র কাশীনাথ এলো ধনী পীতাম্বর চক্রবর্তীর ঘরে। কাশীনাথকে দেখে প্রবীণ বিজ্ঞ জমিদারের বড় ভালো লাগলো। তার অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাঁর একমাত্র কন্যা কমলার জন্যে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। সেই মাতৃহীনা কন্যাকে তিনি ছেলেবেলা থেকে রাজরাণীর মতন করে গড়ে তুলেছিলেন। কামনা করবার আগেই কমলা সব কিছুই পেতো। তার চাওয়া আর পাওয়ার মাঝখানে স্নেহময় পিতা কোন বাধা রাখেন নি। এ মেয়েকে পরের ঘরে ছেড়ে দিয়ে তিনি কি করে বাঁচবেন!

তাই কাশীনাথকে দেখে তাঁর মনে এক গোপন বাসনা জেগে উঠলো। নিজের ছেলের মতন করে তিনি কাশীনাথকে মানুষ করতে লাগলেন। সকলের চেয়ে তিনি আনন্দিত হলেন, যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর কন্যা কি ভাবে এই ভিন্-গাঁয়ের ছেলেটিকে আপনার করে নিলো।···

তিনি সেই বয়সেই কমলা আর কাশীনাথকে বিবাহ-সূত্রে বেঁধে ফেল্লেন...তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি উইল করে মেয়ে-জামাই-এর নামে আধা-আধি লিখে দিলেন।

খেলাঘরের খেলার মধ্য দিয়ে কাশীনাথ আর কমলা দুজনে দুজনকে একান্ত স্বাভাবিক ভাবে এত কাছে পেলো যে তাদের মধ্যে যে কোন দূরত্বের অবকাশ থাকতে পারে তা কারুরই কল্পনায় আসে নি।

কিন্তু যৌবন-উদ্গমের মুখে একদিন অকস্মাৎ এলো, তাদের দুজনার মধ্যে একটুখানি বিচ্ছেদের ফাঁক···অতি-পরিচয়ের মধ্যে অতি-অভাবনীয় শূন্যতা!

একা রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে সংগ্রাম করতে করতে যেদিন বিন্দু বুঝেছিল যে আর একজনের সাহায্য ছাড়া তার সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখা হয়ত সম্ভব হবে না, তখন অন্তরের সমস্ত নিরুদ্ধ অভিমান চেপে, সে তার কাশীদাকে ডেকেছিল···সে কাতর আহ্বানে তার কাশীদা সাড়া না দিয়ে পারে নি।

বিন্দুর আহ্বানে কলকাতায় এসে কাশীনাথ এমন অবস্থার মধ্যে পড়লো যে তাদের ছেড়ে সত্বর দেশে ফিরে যাওয়া তার সম্ভব হোল না। বিন্দুর স্বামীকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে যেদিন কাশীনাথ নিজের গ্রামে, কমলার কাছে আবার ফিরলো, সেদিন, এই কয়েকদিনের বিচ্ছেদের মধ্যে এত কাণ্ড যে ঘটে যেতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারলো না...

কে এ বিন্দুবাসিনী? বৃদ্ধ পিতাম্বর চক্রবর্তী এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে নিজের কন্যার ভবিষ্যৎ আশঙ্কা করে মৃত্যুসময়ে সমস্ত সম্পত্তি আবার নতুন উইল করে কন্যা কমলাকে দিয়ে গেলেন ···তাঁর অবর্ত্তমানে জমিদারীর কাজ

দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে একজন বিলাত-ফেরৎ ম্যানেজারের ব্যবস্থাও করে গেলেন···বিধবা ভগ্নী এবং বিশ্বস্ত নায়েব ঘোষাল মশাই-এর হাতে কমলাকে তুলে দিয়ে তিনি অকালে পরলোকে প্রয়াণ করলেন···

কাশীনাথ ফিরে এসে দেখতে পেল, এক সম্পূর্ণ নতুন জগতে সে এসে উপনীত হয়েছে!

সেই ক'দিনের বিচ্ছেদের ফাঁকে, কাশীনাথ আর কমলার সেই আশৈশব বর্দ্ধিত গভীর প্রেমের মধ্যে বহু প্রশ্ন, বহু সন্দেহ, বহু বেদনা, মাথা তুলে জেগে উঠেছে!

এই ব্যাপারটি বিশেষ করে লক্ষ্য করলেন, নব-নিযুক্ত বিলাত-ফেরৎ ম্যানেজার, ব্যারিষ্টার মিঃ ডাটা···

তিনি বুঝলেন, এদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভুল-বোঝা-বুঝির ফাঁকটি গড়ে উঠেছে, কৌশলে যদি তাকে দীর্ঘতর করে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন, তাহলেই তাঁর চাকরী চিরস্থায়ী হয়ে যেতে পারে। অতি কৌশলে তিনি তা ঘটালেনও···

পরিণামে, অবস্থা একদিন এমন হলো যে, যে-কথা বলতে কমলার হৃদ্-পিণ্ড ছেঁড়া গেল, সেই কথা তারই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো—এবং হলো তারই বিরুদ্ধে, যাকে ছাড়া ধ্যানে জ্ঞানে সে আর অন্য কোন পুরুষকেই জানে না···



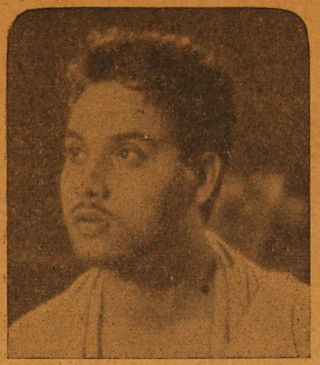

একদিন যারা ছিল অভেদ, তাদের মাঝখানে এলো দুস্তর ব্যবধানের সমুদ্র···

তাদের সংসারের কল্যাণের জন্যে পিসীমা একদিন একটি গাছ পুঁতেছিলেন···প্রতিদিন তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই গাছে জল দিতেন··· তিনি শুনেছিলেন, সেই গাছে যত ফুল ফুটবে, সংসারের হবে তত সুখ···কিন্তু দিনের পর দিন যায়···সে গাছে আর ফুল ফোটে না···

কিন্তু কি কোরে একদিন সেই গাছে আবার অকস্মাৎ ফুল ফুটলো···কি কোরে তারা সেই দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে আবার মিলতে পেরেছিল—ছবির পর্দ্দায় আপনারা দেখতে পাবেন!

---

নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র

**দি ক শূ ল**

পরিচালক: **প্রেমাঙ্কুর আতর্থী** • সুরশিল্পী: **পঙ্কজ মল্লিক**

শ্রেষ্ঠাংশে: ছবি বিশ্বাস, অঞ্জলি, রেণুকা, শৈলেন চৌধুরী, রাধারাণী।

**'মিনার' চিত্রগৃহে মুক্তি-প্রতীক্ষায়!**

## —গান—

( কাশীনাথের পিতা )

—এক—

প্রথম অংশ—

সত্যে না লঙ্ঘেন পিতা
সত্যে তৎপর ;
মম দুঃখে পিতা অতি
অন্তরে কাতর ॥
সত্য লঙ্ঘে যে তাহার
হয় সর্ব্বনাশ ;
সত্য যে পালন করে
তার স্বর্গবাস ॥

দ্বিতীয় অংশ—

পিতৃ-সত্য আমি যদি না করি পালন ;
বৃথা রাজ্যভোগ মম বৃথা এ জীবন ॥

তৃতীয় অংশ—

পরহিংসা পরপীড়া না করিহ মনে ;
কভু না করিহ রাম, লোভ পরধনে ॥

—দুই—

বিন্দু—

একটি পহর পার হয়েছে
পূজোর যোগান নাই ;
ঠাকুর আমার রইলো উপোস
( এখন ) করব কি যে ছাই ॥

কাশী— ( ও তোর ) পূজোর
যোগান আমিই দেব,
ভাবনা কি বা আর ;
ও তুই চোখ তুলে দেখ লক্ষ্মী মেয়ে
করিস নে মুখ ভার—
ও তুই করিস নে মুখ ভার !



—তিন—

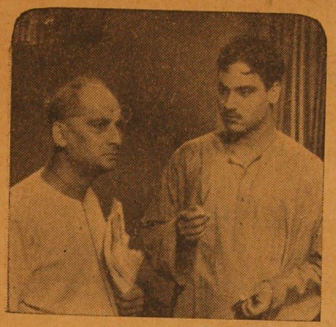

কমলা—

বনের পাখি ! বনের পাখি !
কোথায় তুমি গেলে ?
সোনার খাঁচার দুয়ার খুলে,
উধাও পাখা মেলে ?
( হেথা ) সাঁঝের বেলা
একলা ঘরে
মন যে আমার কেমন করে,
কোথায় গেলে খেলা-ঘরের
সঙ্গীটিরে ফেলে ?

কাশী— এই যে বাঁকা চাঁদ, (আর) এই যে সাঁঝের তারা
আজ মনে হয় কতকালের চেনা যেন তারা।
( আমি ) নদী জলের ঢেউ,
( আমায় ) ডাকিস্ নাগো কেউ,
দুষ্টু আমি দখিণ হাওয়া, আমি যে ঘর ছাড়া !

কমলা— বনের পাখি ! বনের পাখি !
কোথায় তুমি গেলে ?
সন্ধ্যামণি ফুটবে আবার, তুমি ফিরে এলে।
বনের পাখি তোমার তরে
ফুলের চোখে শিশির ঝরে
আকাশ তোমায় খুঁজে বেড়ায়
তারার পিদিম জেলে !

—চার—

কমলা— এবার তবে করব সুরু বিবাদ করার পালা।
তুমি আমার চোখের বালি, নয়ক' গলার মালা ॥

কাশীনাথ—বেশ !
তোমার কথাই মানি,
আমি তোমার কে, সে তো মনে মনেই জানি,
( তোমার ) চোখে চোখেই রব আমি, নাইবা হ'লাম মালা
রাধার যেমন চোখের বালি ছিল চিকণ কালা ॥

কমলা— উঁহু ! এমন করে' হয় না সুরু বিবাদ করার পালা ?

কমলা— তোমার সাথে আমার আড়ি ছোটবেলার মতো
আর দেব না সাড়া, তুমি ডাকবে আমায় যত।
তোমার সাথে আড়ি আমার এই জনমের মত ॥

কাশীনাথ—( আমি ) লুকিয়ে বনের কোলে
আর জনমে মান ভাঙাবো 'বৌ কথা কও' বলে।

কমলা— ( আমি ) হঠাৎ সাড়া দেব তখন একান্ত নিরালা ॥

কাশীনাথ—বারে!
কেমন করে' চল্‌বে তবে বিবাদ করার পালা ?

—পাঁচ—

বিন্দু— ( মোর ) দুখের নিশি ভোর হ'ল গো অনেক দিনের পরে।
( মোর ) প্রণামখানি ফুল হ'য়ে তাই তোমার পায়ে ঝরে ॥
আনন্দ আজ বাজায় বেণু
আনন্দ মনে
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে
মালঞ্চে মোর পুষ্প লতায় আবার কুসুম ধরে ॥
অনেক দিনের পরে!
( আজ ) আকাশ বলে—দুখের ঘরে সুখের প্রদীপ জ্বালো,
( আমায় ) নতুন ক'রে সিঁদুর দিল রাঙা উষার আলো
( তাই ) সবই যেন নতুন ক'রে
মধুর লাগে,
অনুরাগে মধুর লাগে গো,
হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি মোর ফিরে এল ঘরে
অনেক দিনের পরে ॥

—ছয়—

কাশীনাথ— জানি গো জানি এই গহন রাতে
তুমি ডেকেছ মোরে।
আমার ভুবন তাই মিলন গানে
উঠেছে ভরে।
তুমি ডেকেছ মোরে ॥
এই ঝড়ের হাওয়া ঝরানো পাতায়
বক্ষে যেমন যেমন তুলে নিয়ে যায়
( আজ ) তেমনি আমি তোমায় লব
আপন করে।
তুমি ডেকেছ মোরে ॥



কাশীনাথ, বিন্দু ও কমলা— —সাত—

( মোর ) মালঞ্চে ডাকল কুহু কুহু,
আবার বসন্ত এল রে ॥
( তাই ) মনের ভ্রমর গুন্‌গুনিয়ে গুঞ্জরে আর গুঞ্জরে।
আবার বসন্ত এলরে ॥
( আজ ) আকাশে রং লাগ্‌লো,
( মরা ) নদীতে ঢেউ জাগ্‌লো
( আজ ) নতুন করে দুটি কুসুম একটি শাখায় মুঞ্জরে।
আবার বসন্ত এল রে ॥
( ছিল ) একটি নদীর দুই কিনারে দুটি বনের পাখা গো
দুটি বনের পাখী,
আজ্‌কে তারা মনে মনে বাঁধ্‌ল মিলন-রাখী গো
বাঁধ্‌ল মিলন-রাখী
( আজ ) আলোর বাঁশী বাজ্‌লো,
( আজ ) এই ধরণী সাজ্‌লো,—বাঁশি বাজ্‌লো,
দুটি হিয়া বাঁধ্‌ল আবার ভালোবাসার কুঞ্জ রে।
আবার বসন্ত এল রে ॥

NASCO Ltd., Calcutta.

১৭২নং ধর্মতলা স্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। কালিকা প্রেস লিঃ হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত।